সমৃদ্ধি বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধূরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৮ম বর্ষ, ৭৬ তম সংখ্যা নভেম্বর ২০২২

বাড়ির আঙ্গিনায় বিনামূল্যে এমবিবিএস ডাক্তার হতে সেবা নিয়ে সুস্থ- আবু তাহের

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের জহির আলী সিকদার পাড়া ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন আবু তাহের (৬৮) বছর বয়স। তাহার ১ ছেলে ৩ মেয়ে সহ মিলে মোট ৮ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহার ১ মেয়ে বর্তমানে আলিম ১ম বর্ষে, ২য় মেয়ে ৮ম শ্রেণীতে এবং ছোট মেয়ে ৬ষ্ট শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন। তাহার একমাত্র বড় ছেলে আহসান হাবিব একটা স্কুলে শিক্ষকতা করে এবং বিকালে কিছু ছাত্র/ছাত্রী টিউশনি করে সংসারের খরছ বহন করে। একমাত্র ছেলে আহসান হাবিব- তিনিই আয়ের উৎস। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। দেখা যায় স্থানীয় দোকান থেকে ঔষুধ সেবনে কোন সুফল না জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের আমাদের স্বাস্থ্য পরির্দশক জেসমিন আক্তার খানা পরির্দশনে গেলে আবু তাহের নিজে শারিরীক অসুস্থার বিষয় জানান ৪ দিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। আবু তাহার থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখায়নি, তিনি নিজে স্থানীয় ঔষুধের,

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- তারিখ: ১৯/১০/২০২২ ইং

দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরির্দশক- জেসমিন আকতার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এমবিবিএস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত ফ্রি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী আবু তাহের গত ১৯শে অক্টোবর ২০২২ ইং তারিখ যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: গোলাম মারুফ তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৭/১০/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ আবু তাহের এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশক জেসমিন আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

স্যাটেলাইট হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সস্তি আসমাউল হোসনা (২৫)

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের চাদেও ঘোনা ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন আসমাউল হোসনা (২৫) বছর বয়স। তাহার স্বামী ইলিয়াছ আলী সহ ১ ছেলে ১ মেয়ে সহ মিলে ৪ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহার ১ মাত্র মেয়ে বর্তমানে ১ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন। একমাত্র ছেলের বয়স মাত্র ১ বছর চলমান। তাহার স্বামী ইলিয়াছ আলী সাগরে মাছ মারার কাজ এবং দিন মজুরী কাজ করে সংসারের খরছ বহন করে। একমাত্র স্বামী আয়ের উৎস। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। দেখা যায় স্থানীয় দোকান থেকে ঔষুধ সেবনে কোন সুফল না জহির আলী

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- তারিখ: ১২/১০/২০২২ ইং

সিকদার পাড়া গ্রামের আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জোসনা আরা খানা পরিদর্শনে গেলে আসমাউল হোসনা শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহার শারীরিক অসুস্ততার বিষয় বলেন ৬ দিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। আসমাউল হোসনা থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখায়নি, তিনি স্বামীকে দিয়ে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- জোসনা আরা- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এমবিবিএস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত ফ্রি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী গত ১২ই অক্টোবর ২০২২ ইং তারিখ যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: নাঈমা তাবাসুম (রনি) তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৫/১০/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ আসমাউল হোসনা এর শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশক জোসনা আরার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

এনামুল হক এর পরিবারে বিকল্প আয় যুক্ত হওয়ায় সুখের প্রয়াস

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের আজিম উদ্দিন সিকদার পাড়া এলাকার এ রকম ১টি বাড়ির মালিক এনামুল হক (৪৬) তাহার পরিবারের নাম হাছিনা বেগম- তাহার ২ ছেলে ৪ মেয়েসহ মোট পরিবারের ৮ সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। পরিবারের ৩ মেয়ে ৯ম,৭ম ও ৪র্থ শ্রেণীতে এবং ২ ছেলের এক ছেলে আলিম ১ম বর্ষে এবং ৩য় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছে। তিনি সাগরে মাছ ধরতে যায় এবং লবণের মাঠের সময় লবণ মাঠ করে সংসার চালায়। পরিবারে একমাত্র এনামুল হক আয়ের উৎস। পরিবারের একজনের আয়ের উপর নির্ভর করে সংসারে শিক্ষা, চিকিৎসা,খাদ্য,বস্ত্র যোগান দিতে অনেক সময় মানুষের কাছে ধার করতে হয়। কিছু সময় পরিবার প্রধান নিজে অসুস্থ হলে, বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য অসুস্থ হলে এছাড়াও পরিবারে বড় কোন খরচ দেখা দিলে তা সামাল দিয়ে দৈনিক সংসারের খরচ বহন করতে গিয়ে প্রায় সময় সমস্যায় পড়ে যেতে হয় তার পরিবারকে। তার বাড়িটি ২০১৭ সালে কোস্ট ফাউন্ডেশন কতৃর্ক সমৃদ্ধি বাড়ির তালিকাভুক্ত করা হয়। সে সময় তার বাড়িতে ১টি গরু ছিল। ছাগল, কবুতর, শাকসবজি, ফলজ গাছ, ঔষুধী গাছ তেমন কিছুই ছিল না। সমৃদ্ধি বাড়ি তালিকাভুক্ত করার পর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে তিনি সমৃদ্ধি বাড়ীর আঙ্গিনায় ফলজ গাছের চারা রোপন করে সঠিক পর্যাবেক্ষণ করতে থাকেন। তাহাকে বাড়ীর আঙ্গিনায় ফলজ গাছ লাগানোর এবং গাভী, ছাগল, হাস,মুরগী পালনের পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী কাজ এনামুণ হক ও তাহার স্ত্রী হাছিনা বেগম। বর্তমানে তার ১টি দুধের গাভী আছে, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করতে পারে নাই লবণাত্মকতার কারণে , সবজি চাষ করতে না পারলেও তার বাড়ির চারপাশে ফলজ চারায় ভরপুর। তিনি কুরবানের সময় ২টি গরু বিক্রি করেন এক লক্ষ আশি হাজার

ছবি সংগ্রহে: মো: রাশেদুল ইসলাম- তারিখ: ২৭/১০/২০২২ ইং

টাকায়। মৌসুম ভিত্তিক ফলজ গাছ থেকে অনেক ফলমূল পাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি পুকুরে মাছ চাষ করেন। তিনি প্রতি মাসে মৌসুমী ফল, পুকুরের মাছ চাষ করে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেন। হাছিনা বেগম জানান, গরুর দুধ, মৌসুম ভিত্তিক ফল, হাস, মুরগী থেকে বাড়তি আয়ে তার পরিবারের অনেক খরচ সে নিজে বহন করতে পারছে। তাছাড়া তার পরিবারের ভিটামিন ও সুষম খাদ্যের ভাল যোগান ও হচ্ছে। সব মিলিয়ে খুব ভালই দিন যাচ্ছে হাছিনা বেগমের। সর্বশেষে তাদের পরিবার হতে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে । মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল-০১৭১৩-৩৬৭৪৪২ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ, ৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**